কলা অনুষদ পত্রিকা, খণ্ড : ১৪, সংখ্যা : ১৯, জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৪
DOI:

জাকির হোসেন: শিল্পভাবনা ও বাদনশৈলী

স্বরূপ হোসেন*

Abstract: Art evolves as a form of expression, emerging purely from the heart and soul of the artist. Every artist specializes in articulating distinct expressions through their compositions. Ustad Zakir Hussain is referred to as the Tabla maestro due to his exceptional talent not only in playing but also in composing music, producing songs, and acting in films. Despite his style being primarily rooted in Punjab Gharana's tradition, he has popularized Tabla by integrating styles from different Gharanas with his unparalleled skillset. His primary objective was to dismantle orthodoxies rooted in past genres. Zakir Hussain's Tabla performances touch the emotional chords of everyday people. Not confining his skills solely to Indian music, dance, or semi-classical tunes such as Khayal, he has explored diverse Western styles including rock, jazz, and band music along with Western dances. He collaborated with esteemed global musicians throughout his career. Through his collaboration, he successfully united various musical genres such as North-South and East-West. Additionally, he significantly popularized the Tabla worldwide in a manner unparalleled by any of his predecessors.

জাকির হোসেন, ভারতীয় উপমহাদেশের তবলার একজন প্রথিতযশা জীবন্ত কিংবদন্তি। জাকির হোসেন এবং তবলা এই দুটো নাম যেন একে অন্যের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে বলে অনুভুত হয়। তবলা ভারতীয় উপমহাদেশের অভিজাত সঙ্গীতের একটি অন্যতম প্রধান আনদ্ধ বাদ্য; যার উৎপত্তি ও বাদনশৈলী সম্পর্কে নানান ধরনের মতভেদ বা ইতিহাসের প্রচলন রয়েছে। এই যন্ত্রটির বাদনরীতির ক্ষেত্রে এবং এর প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গোঁড়ামি থাকার কারণে এই বাদ্যযন্ত্রটির যে রূপে উন্নত হবার কথা ছিলো সেরূপ উন্নতি সাধনে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। পরবর্তীকালে জাকির হোসেন এই গোঁড়ামিগুলোকে অতিক্রম করে সকল ঘরানার রচিত বন্দিশ তথা কায়দা, পেশকার, চলন, গৎসহ নানান বিষয়বস্তু ও বাদনশৈলীকে সমানভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন; সাথে পরিবেশনের মাধ্যমে তবলাকে নতুন মাত্রা দিতে সক্ষম হয়েছেন। জাকির হোসেন তাঁর তবলা বাদনকে শুধু তবলাবাদক বা সংগীতবোদ্ধাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তবলা বাদনকে তিনি এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যাতে সাধারণ মানুষও রসসিক্ত হতে বাধ্য। এরই ফলে অন্যান্য তবলাবাদক তথা সংগীতজ্ঞরা তাঁকে অনুসরণ করে বর্তমানে এই গোঁড়ামি থেকে বের হয়ে আসতে প্রায় সক্ষম হয়েছেন বলে এই গবেষকের ধারণা। বর্তমানে প্রায় অধিকাংশ তবলাবাদকের অদর্শের একটি বড় নাম হচ্ছেন উস্তাদ জাকির হোসেন। জাকির কেবল একজন দক্ষ তবলা বাদকই নন বরং তাঁকে একজন পূর্ণাঙ্গ মিউজিশিয়ান বা সংগীতজ্ঞ বলাটাই সঠিক হবে বলে গবেষকের ধারণা।

> This pessimism about Indian music's future, whoever has it, must be in relation to what it was; not what it is, or what it should be. Actually, there's a loophole in the

* সহকারী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

> inherited concept of Indian classical music. It says, you must follow the tradition. But then, it also says, you must create spontaneously anew, afresh! It says that. But how are you going to do that if you are going to be stuck following tradition? The old masters were in their own Vrindavan, under their own banyan tree, practicing in their own ashram, with their own students for decades. **(Ashok, 2004, 313-314)**

সংগীতে তাঁর যে বিশদ ভাবনা এবং অবদান, তার পরিপ্রেক্ষিতে এমন ধারণা হয় যেন তিনি সকল সঙ্গীতজ্ঞদের থেকে প্রায় ১০ বছর এগিয়ে আছেন। জাকিরের বাদনশৈলী পাঞ্জাব ঘরানা অনুসরণ করে বাদিত হয়ে থাকলেও তিনি সকল ঘরানার, সকল ধরনের আনদ্ধ বাদ্য সমান পারদর্শিতার সাথে বাদনশৈলী প্রস্তুত করতে সক্ষম।

> "একক বাদনে তাঁর পেশকার বোলটি একটি অন্যমাত্রা পেয়েছে এবং তেহাইগুলির হিসাব এত সূক্ষ্ম যে তা অনুধাবন করতে হলে যথেষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। উস্তাদ জাকির হোসেনের হাতের মিষ্টি আওয়াজ ও বাজনায় সাবলীলতার জন্য জটিল হিসাবের বাদনও সকলে মুগ্ধ হয়ে শোনেন।" (মাণিক, ২০১৪ : ২২৮)

পূর্বে একটা বিষয় প্রচলিত ছিল যে, সকল গুরু নিজ শিষ্যদের একটি গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন এবং তাঁদের শিষ্যদেরকে একটি বিশেষ শৈলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখে তালিম দিতেন এবং অন্য ঘরানার কোনো বিষয় বা কোনো রচনা তারা যেন না বাজান সেই বিষয়টি খুব কঠোরভাবে পালন করতেন। এতে তবলার খুব একটা জনপ্রিয়তা বাড়েনি। পরবর্তীকালে জাকির সেই গোঁড়ামি সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলেন এবং সকল ঘরানার বন্দীশ ও রচনা পরিবেশন শুরু করেন। বর্তমানে 'তবলা' নামক বাদ্যযন্ত্রটির যে স্থানে উন্নীত হয়েছে তার অবদান বিনা সংকোচে উস্তাদ জাকির হোসেনকে দিতে হয় ।

তবলার ইতিহাস নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে, কারণ এই আনদ্ধ বাদ্যটির ইতিহাস ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, বৈদিক, মুঘল প্রভৃতি নানান বিষয়ের ওপর ভিত্তি করেই রচিত বা সংকলিত হয়েছে। সাধারণত বহুল প্রচলিত তথ্য হিসেবে আমরা পাই যে, উস্তাদ সিধার খাঁ ডারি নামে একজন প্রথিতযশা তবলাবাদকের হাত দিয়ে দিল্লী ঘরানার মাধ্যমে ১৭৫০ সালে তবলার প্রচলন শুরু হয়। পরবর্তীকালে এই ঘরানার হাত ধরেই অন্যান্য আরও কিছু ঘরানার জন্ম হয়। সেগুলো হলো: অজড়ারা, লক্ষ্নৌ, বেনারস, ফারুখাবাদ এবং দিল্লী তবলার এই ৫টি ঘরানা ছাড়াও আরেকটি স্বতন্ত্র ঘরানার নাম হলো পাঞ্জাব ঘরানা। জাকিরের তবলা শিক্ষার ভিত্তিভূমিই হলো পাঞ্জাব ঘরানা।

'ঘরানা' শব্দটি এসেছে হিন্দি শব্দ 'ঘর' থেকে যার অর্থ হলো ঘর, পরিবার বা বংশপরম্পরা। সাধারণত ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত হলো একটি পরম্পরাভিত্তিক বিষয়। এটি "গুরুমুখী-বিদ্যা" অর্থাৎ গুরু বা উস্তাদদের সান্নিধ্যে গুরুর মুখনিঃসৃত শব্দের মাধ্যমে তালিম প্রদান করা হয়ে থাকে এবং এই রীতিটি পরম্পরাভিত্তিকভাবে একজন গুরুর কাছ থেকে তার পুত্র বা শিষ্যদের কাছে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে গুরুর নিকট থেকে প্রাপ্ত তালিম তথা বাদনশৈলী অথবা রচিত বন্দিশগুলি স্থান কাল ও পাত্রভেদে নতুন নতুন ঘরানা বা বাদনশৈলীতে রূপ পেয়েছে। এটিও একইভাবে তাদের বংশধর এবং শিষ্যদের মধ্যেও প্রবাহিত হতে থাকে:

> Those days, the guru would keep testing the patience and dedication of the student before investing time and energy on him. So, you had to be humble, patient, you had to realize the importance of the knowledge you were going to acquire. Today's students may not understand that, because the guru is willing to sit there and teach you. What comes easily loses its importance. Yesterday's gurus took a long time

> to teach even one raga-but then, they made sure that the student learnt to appreciate it, honour it, cherish it and protect it. Protect its purity. (Ashok,2004 : 311)

সাধারণত ঘরানাভিত্তিক শিক্ষাগুলো গুরুর সান্নিধ্যে থেকে নেয়া হয় এবং গুরু শিষ্যকে গান্ডা বা নাড়া বেঁধে তার শিষ্যকে শিষ্যত্ব প্রদান করেন এবং পরবর্তী সময়ে ঐ শিষ্যরা গুরুর শেখানো প্রত্যেকটি জ্ঞান ও প্রদত্ত রচনা গুরুর দ্বারা প্রাপ্ত শিক্ষা অনুসারে প্রস্তুত করে এবং উপস্থাপন করে। এই বিষয়টি যেমন একটি শক্ত অনুশাসন তেমনি এই পদ্ধতির প্রতিবন্ধকতাও ছিলো যা পরবর্তীকালে এক ধরনের গোঁড়ামিতে রূপ নেয়। গুরুর অনুমতি ছাড়া অন্য বোল বাজানো ও মঞ্চে বাদন পরিবেশনের ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক করা হতো। এর ব্যত্যয় ঘটলে শিষ্যত্ব হারাতে হতো শিষ্যদের। এছাড়াও গুরুর থেকে প্রাপ্ত একটি কায়দা একজন শিষ্যকে বছরের পর বছর অনুশীলন করতে হত কিন্তু এই অনুশীলনের মধ্যেও কিছু ধরা-বাঁধা নিয়ম বেঁধে দেওয়া হত। খুব কঠোরভাবে খেয়াল রাখা হয় আঙ্গুলীর সঞ্চালন যেন কোনোভাবেই ঘরানা প্রদত্ত কৌশলের বাইরে না যায়। এর ফলে তবলা বাদন বিষয়টি প্রায় ঘরানা-ভিত্তিক হয়ে পড়েছিল। ঘরানা-ভিত্তিক বাদনশৈলী থাকাটা অবশ্যই জরুরি কিন্তু নিজস্ব ঘরের পাশাপাশি অন্য ঘরানার বাদনশৈলী রপ্ত করা তথা বাজানোর বিষয়টি অতীতে খুব একটা শিথিল ছিলো না। সেসময় সকল শিষ্যদের একরকম বাধ্যবাধকতার মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ করতে হতো।

শিষ্যদের মধ্যে কিছু শিষ্য অনেক প্রতিভাবান ছিল এবং তারা গুরু-শিষ্য পরম্পরাটিকে ভেঙে নতুন একটি ঘরানা বা পদ্ধতির উদ্ভাবন করলেও তারও সেই একই রকম গোঁড়ামির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যেতো এবং তারা তাদের শিষ্যদেরকেও ঠিক সেই শিক্ষাটাই দিতো যা তারা তাঁদের গুরুর কাছ থেকে অর্জন করেছে। এতে করে সমাজে তবলার উন্নয়ন ও প্রসার যে মাত্রায় হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তা ব্যাহত হয়েছে। জাকির হোসেন এই সকল নিয়মের বেড়াজাল ভেঙেছেন। তিনি পাঞ্জাব ঘরানার একজন প্রতিষ্ঠিত তবলা বাদক হওয়া সত্ত্বেও সকল ঘরানার তবলা সম্পর্কিত রচনাগুলো কোনো সমালোচনার তোয়াক্কা না করেই জনসমক্ষে বাজাতেন। তিনি ঘরানার গোঁড়ামি দূর করে সকল ঘরানার তাল শিল্পীদের মধ্যে এক অভেদ্য সম্পর্ক তৈরি করার ব্যাপারে বিশদ অবদান রাখেন।

এ বিষয়ে একটু বিশদ আলোচনা করলে এমনটি দাঁড়ায় যে, অতীতে বেনারস ঘরানার কোনো শিল্পী বা তবলাবাদক প্রথমে উঠান বাজিয়ে তাঁর বাদন শুরু করতো, তারা কখনো পেশকার বাজাতো না এবং যে সকল ঘরানার তবলা বাদক পেশকার বাজিয়ে তাদের বাজনা শুরু করতো তারাও কখনো উঠান বা অন্য কোনো আওচার বাজিয়ে তাঁদের বাদন শুরু করতেন না। মোট কথা এই যে তখন এই বাদনশৈলী, তালিম পদ্ধতি, রচিত বন্দিশের আদান প্রদান এই সকল বিষয়ের মধ্যে শিক্ষাগত অনুশাসন থাকলেও চোখে পড়ার মতো গোঁড়ামিও ছিলো।

জাকির হোসেন, মহান উস্তাদ আল্লারাখা এর কনিষ্ঠ পুত্র, প্রতিভাধর সঙ্গীতশিল্পীদের একটি বংশে ৯ মার্চ ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে মুম্বাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট বেলা থেকেই জাকির ছিলো অদম্য প্রতিভার অধিকারী। তাঁর বাবা ছিলেন পাঞ্জাব ঘরানার একজন খলিফা, তাঁকে সকলে আব্বাজি বলেই শ্রদ্ধা করে থাকে:

> "Zakir" It can mean the one who remembers, or the one who does 'zikr', which is a form of devotion that involves rhythmically repeating Allah's name, or repeating a mantra-like chant. Zikr is part of the Sufi tradition, and the whirling dervishes, for example, also practice zikr to attain God. So Zakir is the one who does zikr-my name means something like that.(Nasreen, 2018: 3)

শিশু জাকির বাড়ির চারপাশে পড়ে থাকা হাঁড়ি-পাতিল, এছাড়া আরও অন্যান্য জিনিসের ওপর খেলার ছলে বাজানোর প্রবণতায় তাঁর তবলাবাদক হয়ে ওঠার ইচ্ছাটা স্পষ্ট করে দিয়েছিল। তাঁর বাবা এবং

শিষ্যরা যখন তাদের তবলায় অনুশীলন করতেন, তখন খুব সাবলীলভাবেই অন্যান্যদের রেওয়াজের তালে তাল মিলিয়ে তিনি ড্রামবিট বাজাতেন। উস্তাদ আল্লারাখা সেই বিষয়টি সর্বদা লক্ষ্য করতেন এবং একটা সময় পর উস্তাদ আল্লারাখা তার ছোট ছেলেকে "তবলা" শেখাতে বাধ্য হন। মাত্র সাত বছর বয়সে বাবার কাছে জাকিরের তবলা শেখার যাত্রা শুরু হয়। যেহেতু উস্তাদ আল্লারাখা কুরেশী পাঞ্জাব ঘরানার খলিফা ছিলেন তাই সেই পরম্পরার ভিত্তিতেই জাকিরের তালিম শুরু হয় পাঞ্জাব ঘরানাতেই।

তবলার মোট ০৬টি ঘরানা আর এই সকল ঘরানার আদিতম ঘরানা হলো দিল্লী ঘরানা। কিন্তু তবলার পাঞ্জাব ঘরানা সকল ঘরানা থেকে স্বাধীনভাবে বিকশিত হয়েছে এবং কোনো ঘরানার সাথে সম্পর্কিত নয়। এই ঘরানার অন্যতম প্রধান খলিফা হলেন হোসেন বক্স ও তার পুত্র ফকির বক্স। ফকির বক্স এর পুত্র হলেন কাদির বক্স, শিষ্য হলেন করমইলাহী ও মলন খা। এই কাদির বক্স এর শিষ্য হলেন আল্লারাখা, আর আল্লারাখা এর পুত্র জাকির হোসেন। (গিরীশ, ৪১)

খুব ছোট বয়স থেকে তবলায় ভালো তালিম এবং নিজের সাধনা দ্বারা জাকির হোসেন নিজেকে এমনভাবে প্রমাণ করেছিলেন যে ১৫বছর বয়সে বিখ্যাত শিল্পীদের সাথে তবলা সঙ্গত করার সুযোগ হয়ে গিয়েছিল। এরপর তাঁকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। পন্ডিত শিবকুমার শর্মা, পন্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া, পন্ডিত রবিশংকর, উস্তাদ আলী আকবর খাঁ প্রমুখের মতো প্রখ্যাত সঙ্গীতগুণীদের সাথে জাকির হোসেন খুব কমসময়ের মধ্যেই সঙ্গত করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং এসব গুণীব্যক্তিবর্গের সঙ্গে করা কনসার্ট, ট্যুর এবং রেকর্ডিং এর অভিজ্ঞতা ভবিষ্যত সংগীতজীবনের সহায়ক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল:

> As a curious coincidence, both Zakir's and Shiv Kumar's affectionate mothers, unknown to each other, sat side by side in the front row of the audience, when a fifteen-year-old Zakir gave his first public performance with Shiv Kumar at a Bombay auditorium! (Ashok, 2004, 304)

এছাড়াও ভারতরত্ন পন্ডিত রবি শঙ্করের সাথেও তাঁর বাদন বা পরিবেশনাগুলো ছিলো অনবদ্য। বিখ্যাত কত্থক, গুরু ও পন্ডিত বিরজু মহারাজ আর জাকির যখন এক সঙ্গে মঞ্চে তাঁদের পরিবেশনা করতেন তখন মনে হয় বিরজু জ্বির পা এর প্রতিটি আঘাত বা ছন্দ যেন জাকিরের পুরো রন্ধ্রে রন্ধ্রে পূর্ব থেকেই সহজাত ভাবেই রয়েছে।

> "সহযোগী শিল্পী হিসাবেও তিনি তাঁর স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছেন। মূল শিল্পীকে কখনও ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন নাম বাজাবার সুযোগ এলে আকর্ষণীয়, শ্রুতিমধুর, ছোট মাপের কোনো বোল বাজিয়ে থাকেন। শ্রোতাদের মনে হয় যে বোলটি যেন আরও দীর্ঘ হলে ভালো হত।"(মাণিক, ২০১৪ : ২২৮)

কেবল জাকিরের বাজনা ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। তিনি পাশ্চাত্য তালকে রপ্ত করে তবলার বোলবাণী দ্বারা সেই ছন্দগুলিকে তবলার উপযোগী করে গড়েতুলেছেন। বিভিন্ন পাশ্চাত্য যন্ত্রের সাথে তবলার সংগত করে থাকেন। এছাড়াও তিনি দক্ষিণ ভারতীয় বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সাথে তবলা পরিবেশন করেন:

> The year 1970 was a major landmark for a nineteen-year-old Zakir Hussain, as he made his American debut. (Ashok, 2004, 304)
>
> Band, the group that later evolved as the Diga Rhythm Band. Spreading his wings, Zakir joined forces with the British guitarist McLaughlin, Indian violinist L Shankar, and ghatam wizard Vikku Vinayakram to form the 'East-meets-West' super group 'Shakti'. As a bandleader, he toured the world with 'Zakir Hussain's Rhythm Experience'. (Ashok, 2004 : 305)

পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্র এবং দক্ষিণ-ভারতীয় কিছু বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ফিউশন তৈরি করেন। যা সংগীতপ্রেমীদের নতুন মাত্রা যোগ করে। জাকির হোসেন একটি দল তৈরি করেন এবং কিছু নতুন নতুন কম্পোজিশন করে সঙ্গীতপ্রেমীদের আকর্ষণ করে।

এসকল গুণীব্যক্তিত্ব ব্যতীত অন্যতম উস্তাদ আমজাদ আলী খা (সরোদ), আফতাব এ সিতার উস্তাদ বিলায়েত খান (সিতার), সংগীত মার্তন্ড পন্ডিত যশরাজ জ্বি, পন্ডিত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় (সিতার) এর মতো সংগীতের মহান গুণীজনদের সাথে সাথ ও সঙ্গতে জাকির হোসেনের সম্পর্ক যেন পূর্বনির্ধারিত। জাকির হোসেন বিশ্বের অনেক দেশে তাঁর বাদনশৈলী প্রদর্শন করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন তারমধ্যে আমেরিকা, লন্ডন, আফ্রিকা, ইউরোপ, ইতালি, প্যারিস, বাংলাদেশ, জার্মান, ইত্যাদি অন্যতম।

জাকির হোসেন তাঁর সঙ্গীত যাত্রায় বহু পুরস্কার আর সম্মাননা পেয়েছেন যা একটি লাইনের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এর মধ্যে কিছু বিখ্যাত পুরস্কার আর সম্মাননাগুলোর মধ্যে রয়েছে পদ্মশ্রী (১৯৮৮), পদ্মভূষণ (২০২৩), ৫১ তম গ্রামী এ্যাওয়ার্ড (২০০৯), সংগীত নাটক একাডেমী পুরস্কার (১৯৯০), ৬৬তম গ্রামী এ্যাওয়ার্ডে (২০২৪) এ তিনটি বিভাগে পুরস্কার অর্জন করেছেন যা এর আগে কোনো গুণী ব্যক্তি পাননি।

- ২০২৩ সালে ডাউনবোট ক্রিটিক পোলে "বছর সেরা পার্কাসনিস্ট" হিসেবে মনোনীত হন।
- ২০২৩ সালে জাজ জার্নালিস্ট পারফরমেন্স এ্যাওয়ার্ডে "বছর সেরা পার্কাসনিস্ট" হিসেবে মনোনীত হন।
- ভারত সরকার কর্তৃক "পদ্মভূষণে" বিভূষিত হন।
- ২০২২ সালে কলা ও দর্শনে "কিয়োটো পুরস্কার" অর্জন করেন।
- ২৯ অক্টোবর ২০২২ সালে ওমান থেকে "আগা খান সঙ্গীত পুরস্কার" অর্জন করেন।
- ২০২১ ও ২০২২ সালে ডাউনবোট ক্রিটিক পোলে "বছর সেরা পার্কাসনিস্ট" হিসেবে মনোনীত হন।
- ২০২৪ সালে ৬৬তম গ্রামী এ্যাওয়ার্ডে একই সাথে তিনটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার জিতে বিশ্বরেকর্ড করেন।

অন্যান্য অবদান

- 1971 ***SHANTI*****,** Atlantic
- 1972 ***ROLLING THUNDER,*** Grateful Dead Records/Warner Bros.
- 1975 ***KARUNA SUPREME*****,** MPS
- 1975 ***SHAKTI,*** Columbia
- 1976 ***A HANDFUL OF BEAUTY*****, SHAKTI,** Columbia
- 1976 ***DIGA*****, DIGA RHYTHM BAND,** Shout! Factory
- 1977 ***NATURAL ELEMENTS,*** **SHAKTI,** Columbia
- 1980 ***WHO'S TO KNOW*****,** ECM
- 1985 ***SONG FOR EVERYONE*****,** ECM
- 1987 ***MAKING MUSIC*****,** ECM
- 1989 ***VENU*****,** Nimbus
- 1990 ***AT THE EDGE*****,** Rykodisc
- 1991 ***PLANET DRUM*****,** Rykodisc
- 1991 ***ALLA RAKHA AND ZAKIR HUSSAIN,*** Music Today
- 1992 ***USTAD ALLARAKHA AND ZAKIR HUSSAIN*****,** Moment! Records
- 1992 ***ZAKIR HUSSAIN AND THE RHYTHM EXPERIENCE*****,** Moment! Records

- 1993 ***MUSIC OF THE DESERTS,*** Music Today
- 1993 ***PANDIT SHIVKUMAR SHARMA AND ZAKIR HUSSAIN,*** Moment! Records
- 1994 ***MASTERS OF PERCUSSION,*** Moment! Records
- 1995 ***CONCERT FOR PEACE*****,** Moment! Records
- 1996 ***THE ELEMENTS – SPACE,*** Music Today
- 1999 ***REMEMBER SHAKTI*****,** Universal
- 2000 ***HOMAGE TO MOTHER TERESA*****,** Moment! Records
- 2000 ***THE BELIEVER,*** **REMEMBER SHAKTI,** Universal
- 2001 ***SATURDAY NIGHT IN BOMBAY*****, REMEMBER SHAKTI,** Universal
- 2001 ***ETERNAL LIGHT*****,** Moment! Records
- 2002 ***SELECTS*****,** Moment! Records
- 2003 ***TALAMANAM SOUND CLASH*****,** Palm Pictures
- 2005 ***GOLDEN STRINGS OF THE SARODE*****,** Moment! Records
- 2006 ***REMEMBER SHAKTI – THE WAY OF BEAUTY,*** Universal
- 2006 ***SANGAM*****,** ECM
- 2007 ***GLOBAL DRUM PROJECT*****,** Shout! Factory
- 2009 ***THE MELODY OF RHYTHM*****,** Koch
- 2014 ***ZAKIR HUSSAIN – THE SF JAZZ SESSIONS,*** Moment! Records
- 2015 ***DISTANT KIN*****,** Moment! Records
- 2019 ***IS THAT SO?*****,** AbstractLogix
- 2020 ***GOOD HOPE*****,** Edition Records
- **SELECTED FILM SCORES**
- 1979 ***APOCALYPSE NOW*****,** Elektra Records
- 1994 ***LITTLE BUDDHA,*** Milan Records
- 1994 ***HEAT AND DUST,*** Angel Records
- 1994 ***IN CUSTODY*****,** Angel Records
- 1998 ***SAAZ,*** Various digital platforms
- 1999 ***VANAPRASTHAM,*** Universal Music France
- 2002 ***THE MYSTIC MASSEUR*****,** Milan Records
- 2002 ***MR. AND MRS. IYER,*** Sony Music
- 2010 ***FOR REAL,*** The Times Group

সাধারণত তবলার বাদনশৈলী দুইভাবে ভাগ করা হয়, পূরব অঙ্গ আর পশ্চিম অঙ্গ। অর্থাৎ এই দুই ভিত্তিতেই তবলার ৬টি ঘরানার বাদনশৈলী বিভাজিত হয়েছে। অতীতে তবলার এককবাদন করা হতো এক একটি ঘরানা ও ঘরানা ভিত্তিক গুরুর নিকট হতে প্রাপ্ত তালিম হতে। আরও একটু বিশদ ভাবে বলতে গেলে ফরুখাবাদ ঘরানাতে পেশকার, কায়দা, ফরদ, চলন, টুকরা ইত্যাদি রচনার দ্বারা পরিচালিত হতো। অপর দিকে বেনারস ঘরানায় তবলা বাদন শুরু হতো উঠান দিয়ে এরপর অওচার, লাহনী গৎ, বাট, গণেশ পড়ন, শিব পড়ন ইত্যাদি বাজানো হতো। সেরকমভাবে পাঞ্জাব ঘরানার বাদনের কায়দা, পেশকার, বড় বড় কায়দা, বড় বড় গৎ, ইত্যাদি বাজানো হতো আর তৎকালীন এই ঘরানাভিত্তিক বাদনশৈলীর ঐতিহ্যটাকে খুব শক্ত ও পরম্পরাগত ভাবে অনুসরণ করেই তবলার একক বাদন পরিবেশন করা হতো:

> Today, you are going to be exposed to the world, you will imbibe, analyze, you are going to expand your vision, your impression of what music or what art is all about. It is the same for a musician, a writer, a painter, or any other artist. You

> should be spontaneously improvising, creating something new. Raag Darbari played today should sound different from Raag Darbari played tomorrow. Why should anyone say that your music should be what it was fifty or hundred years ago? You do not even know what it was hundred years ago; there are no recordings available! You have no idea who played how! (Ashok, 2004, 314)

কিন্তু বর্তমানে এই প্রথাটি ভেঙ্গে এক নতুন মিশ্র বাদনশৈলী অনুসরণ করা হচ্ছে যেখানে সকল ঘরানার সব ধরনের বন্দিশ খুব সাবলীলভাবে পরিবেশন করা হয়ে থাকে, যার মূল কৃতিত্ব উস্তাদ জাকির হোসেনের।

তবলার এককবাদন সাধারণের জন্য কিছুটা দুরূহ বিষয়, এককবাদনে লয়ের বিভিন্ন ধরণের প্রয়োগ থাকে, রচনার বোলবাণীতে থাকে নানা রকমের বৈচিত্য। এ কারণে সাধারণ শ্রোতার পক্ষে এককবাদনের নিগূঢ় রস আহরণ করা স্বভাবতই কঠিন হয়ে পড়ে। যেন সাধারণ শ্রোতারাও এই রসের স্বাদ আস্বাদন থেকে বঞ্চিত না হন সেজন্য উস্তাদ জাকির হোসেন সাধারণত দৈনন্দিন বিষয়ের সাথে তবলার বোলবাণীর সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। তাঁর অনেক এককবাদনেই দেখা গেছে রেলগাড়ির চলার শব্দকে অনুকরণ করে তিনি রেলা বাজিয়েছেন, ঘোড়ার চলার শব্দ, মেঘের ডাক, হরিণের চলার লয়কে অনুকরণ করে বন্দিশ রচনা করেছেন। আবার পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণা করে কখনো মহাদেবের ডমরুর শব্দ ফুটিয়ে তুলেছেন বায়াতে, গণেশ স্তুতি ও সংস্কৃত শ্লোকের আদলে বোলবাণীর প্রয়োগে বন্দিশ রচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, সাধারণ ব্যক্তি কথপোকথনও তিনি তবলার বোলবাণীর দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এভাবে সাধারণ শ্রোতার মনে ও শ্রবনে তিনি তবলা বাদনকে বিশেষভাবে জায়গা করে দিয়েছেন, যা শুধু উপমহাদেশের শ্রোতাশ্রেণীর গন্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্বদরবোরে, তবলা বাদনকে দান করেছেন স্বকীয়তা এবং করেছেন সর্বজনীন। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সঙ্গীতের একটি বাদ্যকে বিশ্বদরবারে সগৌরবে যারা পৌঁছে দিয়েছেন তার মধ্যে, উস্তাদ জাকির হোসেনের নাম সর্বাগ্রে আসবে। শুধু বিশ্বদরবারেই নয় তবলাকে তিনি সর্বজনীন শ্রাব্য বাদ্য হিসেবে পরিচয় করিয়েছেন। কেন শুধু বোদ্ধা মানুষরাই তবলা বাদনে রসসিক্ত হবেন, কেন সাধারণ মানুষ সেই রস আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হবেন-এই বৈষম্য কাটাতে তিনি তবলা বাদনকে দৈনন্দিন জীবনের কোনো ঘটনা, কোনো যানবাহন আবার কখনও গল্পের বর্ণনা করতেও তবলার বোলবাণীর প্রয়োগ করে তা সাধারণের উপভোগের বিষয় করে তুলেছেন। এসব বিচারেই জাকির হোসেন অন্যান্যদের থেকে পৃথক ও অনন্য।

গ্রন্থপঞ্জি

Ashok Roy, 2004 | *MUSIC MAKERS Living legends of Indian Classical Music*, Rupa.co, New Delhi, India.

Nasreen Munni Kabir, 2018 | *ZAKIR HUSSAIN A Life in Music In*, HarperCollins, Gurugram Haryana, India.

গিরীস চন্দ্র শ্রীবাস্তব, তাল পরিচয়, প্রথম ভাগ

মাণিক মজুমদার, তালতত্ত্ব সমগ্র, অমরভারতী, ৮সি ট্যামার লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৯, নভেম্বর ২০১৪।

(visited on 29/11/2023)

(visited on 29/11/2023)

Sudhir Kumar Saxena, 2018 | *The Art of Tabla Rhythm*, Sangeet Natak Akademi, New Delhi

(visited on 30/11/2023)

https://www.mypunepulse.com/ustad-zakir-hussain-to-visit-snbp-international-school-at-rahatani/

https://poetryondrums.com/blog/2016/3/9/happy-birthday

https://nhadathoangha.vn/tabla-drawing-images-9uachblh/

ইউটিউব লিংক

1. https://www.youtube.com/watch?v=BgG7BhIBSAU&ab_channel=HindustaniShastriyaSangeet
2. https://www.youtube.com/watch?v=hvCnYcXGqYM&ab_channel=AahirRay
3. https://www.youtube.com/watch?v=8COchtD2GOw&ab_channel=ICMIndianClassicalMusic
4. https://www.youtube.com/watch?v=0Oow4RMcGwY&ab_channel=SangeetAbhyaas
5. https://www.youtube.com/watch?v=hrgqYM_kTYY&ab_channel=Sangeetveda1
6. https://www.youtube.com/watch?v=sd57CYgRSU&ab_channel=AahirRay
7. https://www.youtube.com/watch?v=mmiThgzYX5E&ab_channel=ashokshelar
8. https://www.youtube.com/watch?v=uhyJrNxTxQ4&ab_channel=SavaniEvents
9. https://www.youtube.com/watch?v=fg_sHArZj4s&ab_channel=Musicchiller-Entertainment55